৭৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩.....

এশিয়ায় ইংরেজী ভাষার প্রভাব

এশিয়া উইক ঃ আপনার রাইফেল পরিষ্কার রাখুন, বুট পালিশ করুন এবং নির্দেশ মেনে চলুন। এসব কার্যাবলী অনুসরণ একজন ভাল সৈনিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যদি ইংরেজী ভাষার সাহায্য না পান তাহলে আপনার অফিসার হিসেবে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ নেই। ফিলিপাইনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরল্যান্ডো মার্কাডো একথা বলেন। এর কারণ কি? আমরা জানি ব্যাংকার কম্পিউটার প্রকৌশলী ও হোটেল পরিচালনাকারীদের জন্য ইংরেজী ভাষা জানা খুবই জরুরী। তবে সৈনিকদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? মি, মার্কাডো বলেন; ফিলিপাইনে সামরিক পেশায় ইংরেজীর গুরুত্ব অনেক বেশী। তিনি বলেন, আমাদের অনেক দলিলপত্র, তথ্য-উপাত্ত, পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সরকারী ফরম, আমাদের আইন ব্যবস্থা, আমাদের ব্যবস্থাপনা, ম্যানুয়েল সবই ইংরেজীতে। আরেকটি কারণ হচ্ছে এশিয়ায় সবাই নিজেদের পেশাগত দক্ষতা ও উন্নয়নে ইংরেজী ভাষা শেখার ব্যাপারে আগ্রহী।

ইংরেজী বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। প্রায় সবাই এটাকে একটি কার্যকর ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এ কারণে একটা ভাল চাকুরী সংগ্রহ ও আয় বাড়ানোর অন্যতম উপায় হিসেবে ইংরেজী শেখার উপর সবারই গুরুত্ব প্রদানের একটি প্রবণতা রয়েছে। অনেকের কাছে এটা একটি পূর্বশর্ত হিসেবেও গণ্য হয়। মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী নাজিব তুন রাজ্জাক বলেন, প্রযুক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কূটনীতিতে ইংরেজী হচ্ছে একটি কমান্ডিং ভাষা এবং এ কারণে এসব পেশায় ইংরেজী জানা অতি জরুরী। এশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইংরেজী ভাষায় যোগাযোগের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই গুরুত্বকে আরো নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে শুদ্ধ ইংরেজী জানা লোকের চাহিদা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ব্যক্তি পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইংরেজীর উপর যদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ও তা বজায় রাখা হয়, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জনাব নাজিবন বলেন, মালয়েশিয়া সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও আগ্রহী। তার মতে মালয়েশিয়া যেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আগ্রহী, সেজন্য আমরা ইংরেজী শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছি।

তথ্য-প্রযুক্তিতে ইংরেজী ভাষার আধিপত্য নিরংকুশ। ইন্টারনেট ব্যবস্থা সবার সামনেই একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ওয়েব পেজের শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে ইংরেজীতে। বিশ্বের বৃহৎ কোম্পানীগুলো ইংরেজীতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেরা গবেষণাগুলোর ফলাফলও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মগুলোও ইংরেজী ভাষায় লিখিত।

বামে সিঙ্গাপুরে বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীকক্ষ এবং ডানে থাইল্যান্ডে একটি ব্যাংক কাউন্টার। উভয় স্থানেই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজী

হংকংয়ের শিক্ষা ও জনশক্তিমন্ত্রী জোসেফ ওং উইং-পিং হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা একটি কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে না পারলে আন্তর্জাতিক তথ্য প্রযুক্তিতে তাদের কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না। কম্পিউটার প্রযুক্তি দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে ইংরেজী বলতে পারা লোকের চাহিদা বেড়ে চলেছে। এ কারণে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে যারা নিজস্ব ভাষা চালুর জন্য অপেক্ষা করছে, তারা ভবিষ্যতে আগ্রসর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়বে। ইংরেজী ভাষার দক্ষতা দিয়ে পৃথিবীর যে কোন স্থানে কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব। এই গুরুত্বকে উপলব্ধি করে বিভিন্ন দেশ ইংরেজী ভাষায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ভারত একই সঙ্গে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে অন্য অনেক দেশের তুলনায় সে এগিয়ে রয়েছে। আজ ভারতের কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা আইসল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের গ্রাহকদের জন্য YZK সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন।

তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণ ঘটার অনেক আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এশিয়ায় আগমন বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার ও গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। এশিয়ার দেশগুলোতে আগে যেখানে কেবল কারখানার ম্যানেজারকে ইংরেজী ভাষা জানানো চলতো, সেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আজ কারখানার মালিক থেকে রিসেপশনিস্ট পর্যন্ত সবাইকেই ইংরেজী জানতে হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে আজ তাদেরকে ইংরেজী জানা লোকদের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। হংকংয়ে লিও বার্নেট এডভারটাইজিং এজেন্সীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেনিস ওং বলেন, ব্যবসার দলিল প্রণয়ন, চুক্তি স্বাক্ষর ও নতুন ধারণার উপস্থাপন সবই ইংরেজীতে করতে হয়। তিনি বলেন, ২০ বছর আগে বিজ্ঞাপন জগতে আসার পর এই দীর্ঘ সময়ে আমার মনে পড়ে না যে আমি ৫টির বেশী ব্যবসার দলিল লিখেছি চৈনিক ভাষায়। তিনি বলেন, তাকে যে কেবল পশ্চিমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা-নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ পর্যটকও ইংরেজীতে কথা বলেন, ফলে বাধ্য হয়েই আমাদের ইংরেজী শেখার উপর বেশী জোর দিতে হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজী ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহারের গুরুত্ব বাড়ার পাশাপাশি এশিয়ার দেশগুলোতে ইংরেজী জ্ঞান অর্জনের একটি প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী নাজিব বলেন, সাম্প্রতিক গবেষণার সকল ফলাফল সংশ্লিষ্ট বইসমূহ কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি বই নিজ ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই অবস্থায় ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা কম থাকলে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। তিনি বলেন, কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নয়, আজ অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক প্রশাসন প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজীর ব্যবহার সর্বব্যাপী। এশিয়ার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটে ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব আরো বেশী অনুভূত হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ভাল ইংরেজী জানা দেশগুলো অন্যদের তুলনায় বেশ ভালভাবে এই অর্থনৈতিক সংকট সামাল দিয়েছে। মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান ফরচুন পত্রিকায় লিখিত এক নিবন্ধে এই মন্তব্য করেন।

এশিয়ার প্রায় দেশে চাকুরীজীবীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভাল ইংরেজী জানাকে একটি বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফিলিপাইনের হিউম্যান রিসোর্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডায়না ও রোসা বলেন, ফিলিপাইনে কাউকে ব্যাংকে যোগদান করতে হলে তাকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করতে হয়। দুটো পরীক্ষাই ইংরেজীতে হয়। ব্যাংকের একজন নিম্নতম কর্মচারীও জানে নিজেকে কিভাবে ইংরেজীতে উপস্থাপন করতে হয়। যদিও তারা সবাই ভালো ইংরেজী জানে না। তা সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে নেয়ার মত ইংরেজী তারা জানে। জাকার্তার ব্যাংক একাউন্ট্যান্ট ফ্রান্সিসকো লেসুট বলেন, কাজের ফাঁকে তিনি ইন্দোনেশিয়া-আমেরিকা ইনস্টিটিউটে ইংরেজী ভাষা শিখেছেন এবং অনেকেই তা করছেন। তার মতে ইংরেজী তাকে বিপুলভাবে সাহায্য করছে। তিনি বলেন, এমনকি কোন একটি কারিগরি পদের জন্য একই যোগ্যতাসম্পন্ন দুইজন প্রার্থী থাকলে কর্তৃপক্ষ ইংরেজী জানা ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে আগ্রহী হয়।

ব্যাংককের ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের শিল্প বিভাগের ব্যবস্থাপক চার্লস জনসন বলেন, এশিয়া জুড়ে ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও বেশীর ভাগ দেশেই ইংরেজীতে দক্ষতা অত্যন্ত নিম্নমানের, তার মতে সাবেক বৃটিশ উপনিবেশগুলো এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাল অবস্থানে রয়েছে। তবে সকল দেশই এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হয়। এ কারণে আজ চীনের মত যবনিকার অন্তরালের দেশও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সবচেয়ে বেশী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় হংকংয়ে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে হংকংয়ের গুরুত্ব বজায় রাখা। তাদের শ্লোগান হচ্ছে 'ইংরেজী ব্যবহার করুন ও হংকংয়ের আন্তর্জাতিক অবস্থান বজায় রাখুন'।